দৈনিক সংবাদ

তারিখ JAN 1-0-1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মধুপুরের অরণখোলা পাহাড়ি এলাকা

শিক্ষা অধিদপ্তরের অবহেলায় ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার উপক্রম

টাঙ্গাইল, ৯ই জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)। – প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অবহেলায় আদিবাসী অধ্যুষিত মধুপুরের অরণ খোলা পাহাড়ি এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানে অচলাবস্থা চলছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেননি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানান, যেখানে প্রতি ৫০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক প্রয়োজন, সেখানে মধুপুরের সরণখোলায় গড়ে প্রতি ১শ' ৪৩ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে ১ জন শিক্ষক। সূত্র জানান, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এই এলাকার পিরোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭শ' ১২ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ৩ জন। কুড়াগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন মাত্র ২ জন এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫শ' ৭০ জন। গাছাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ৩শ' ৬৮ জন এবং শিক্ষক আছেন মাত্র ২ জন। মমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ২ জন, শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩শ' ৬০ জন। ভুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩শ' ১ জন ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাদানের জন্য রয়েছেন মাত্র ২ জন শিক্ষক। কাকরাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ৪ জন এবং শিক্ষার্থী ৫শ' ৮৪ জন, মাগন্তী নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ৪ জন এবং ছাত্রছাত্রী ৩শ' ৮৩ জন, জালালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ৩ জন এবং শিক্ষার্থী ৪শ' ৭৭ জন, অরণখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ৩শ' ৫৩ জন এবং শিক্ষক ৩ জন ও আংগারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ৩ জন এবং ছাত্রছাত্রী ১শ' ৫০ জন।

সূত্র জানান, গাড়ো মান্দাই অধ্যুষিত মধুপুরের পাহাড়ি এলাকার অরণখোলা ইউনিয়নের ১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪ হাজার ৫শ' ৪৭ জন। এদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১শ' জন শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষক পদ আছে মাত্র ৪০টি। এর মধ্যে ৮টি পদশূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। বর্তমানে শিক্ষক আছেন মাত্র ৩২ জন। ভুটিয়া, মমিনপুর ও গাছাবাড়ি সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ২টি করে এবং কুড়াগাছা ও মমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ১টি করে শিক্ষক পদ শূন্য আছে। সূত্র জানান, শিক্ষক স্বল্পতার জন্য ওই এলাকায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে গাছাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেন জানান, শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদানে অচলাবস্থার বিষয়টি থানা শিক্ষা দপ্তরসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বার বার জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ এতে কান দেননি। সমস্যারও সমাধান হয়নি। ভুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহিম সহ-এলাকার অন্যান্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, ছাত্র সংখ্যার সাথে সঙ্গতি রেখে পর্যাপ্ত শিক্ষক দেয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট বহু আবেদন নিবেদন জানানো হয়েছে।